ধৈর্য

ধৈর্য মু'মিনের সৌন্দর্যঃ বিষয়ভিত্তিক বাছাই করা ৫টি হাদীস।

আসসালামু আলাইকুম।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছেঃ ধৈর্য

ধৈর্য হলো একজন মানুষের চরিত্রের সৌন্দর্য। মানব চরিত্রের উত্তম গুণাবলীর অন্যতম হলো ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা। পবিত্র কুরআনে বহু স্থানে মহান আল্লাহতা'য়ালা নিজেকে ধৈর্যশীল ও পরম সহিষ্ণু হিসেবে পরিচয় প্রদান করেছেন। ধৈর্যের আরবী হলো 'সবর'।

ধৈর্যধারণ প্রসঙ্গে ৫টি গুরুত্বপূর্ণ হাদীসঃ

১) আবু মালিক আল আশয়ারী(রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক। আর আলহামদুলিল্লাহ (আমলের) পাল্লা পূর্ণ করে দেয় এবং 'সুবাহানাল্লাহ' ও 'আলহামদুলিল্লাহ' আসমানসমূহ ও যমীনের মাঝখানের সবকিছুকে (সাওয়াবে) পূর্ণ করে দেয়।

'নামায' হচ্ছে আলো এবং 'সাদাকা'(ঈমানের) প্রমাণ, 'সবর' বা ধৈর্য হচ্ছে জ্যোতি এবং 'কুরআন' তোমার পক্ষে এবং বিপক্ষে একটি দলিল। আর প্রত্যেক ব্যক্তি সকালে উঠে নিজেকে বিক্রয় করে। এবং তাতে সে নিজেকে মুক্ত করে অথবা ধংস করে।

- মুসলিম

২) আবু সাইদ আল খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আনসারদের কতিপয় লোক রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট সাহায্য চাইল।

তিনি তাদের দান করলেন। আবার তারা চাইল। তিনি আবার তাদের দান করলেন, এমনকি তার নিকট যা কিছু ছিল তা সবই শেষ হয়ে গেল। তাঁর হাতের সবকিছু দান করার পর তিনি তাদের বলেনঃ আমার নিকট যা মাল আসে তা আমি তোমাদেরকে না দিয়ে জমা করে রাখি না। যে ব্যক্তি পবিত্র থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখেন । যে ব্যক্তি কারো মুখাপেক্ষী হতে চায় না, আল্লাহ তাকে স্বাবলম্বী করে দেন। যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করতে চায়, আল্লাহ তাকে ধৈর্য দান করেন। ধৈর্যের চাইতে উত্তম ও প্রশস্ত আর কোন কিছু কাউকে দেওয়া হয়নি।

- বুখারী ও মুসলিম

৩) সুবাইব ইবনে (রাঃ) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মু'মিনের কার্যক্রম আশ্চর্যজনক। তার সমস্ত কাজই কলয়াণকর। মুমিন ছাড়া অন্যের ব্যপার এরূপ নয়। তার জন্য আনন্দের কোন কিছু হলে সে আল্লাহর শোকর করে। তাতে তার মঙ্গল হয়। আবার ক্ষতিকর কোন কিছু হলে সে ধৈর্য ধারণ করে। এটাও তার জন্য কল্যাণকর হয়।

-মুসলিম

৪)আবু সাইদ ও আবু হুরাইরা(রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ মুসলিম বান্দার যে কোন ক্লান্তি , রোগ, দুশ্চিন্তা, উদ্বিগ্নতা, কষ্ট ও অস্থিরতা হোক না কেন, এমনকি কোন কাঁটা বিঁধলেও, তার কারণে আল্লাহ তার গুনাহ্ মাফ করে দেন।

-**বুখারী ও মুসলিম**

৫) আবু হুরাইরা(রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি (মল্লযুদ্ধে) অন্যকে ধরাশায়ী করে সে শক্তিশালী নয়,বরং শক্তিশালী হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে রাগের সময় নিজেকে সংযত রাখে।

বুখারী ও মুসলিম

মানুষ সমাজবদ্ধভাবে থাকতে গেলে ক্ষমা, দয়া-মায়া ও ভালোবাসা থাকতে হয়। সমাজে শান্তি, স্থিতিশীলতা ,ও সহাবস্থানের জন্য সহনশীলতা ও সবর তথা ধৈর্য গুণটি অপরিহার্য। এটি সফলতার চাবিকাঠি। যাঁদের আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা আছে, তারা কোন পরিস্থিতিতে বিচলিত হন না। বরং আল্লাহর ওপর ভরসা করেন, পরিস্থিতি বোঝেন এবং ধৈর্য ধরে আল্লাহর সাহায্য চেয়ে থাকেন।

.....